কলকাতার উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার)

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০২০ সালের সিআরআর ১১৩২

রাহুল বাকুলি

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীর জন্য	:	শ্রী এস. কে. মো. ইসমাইল, শ্রী সুপ্রোটিক শ্যামল, সুশ্রী সোমোশ্রীদেবী দত্ত।
রাজ্যের জন্য	:	শ্রী শৈবাল বাপুল, সুশ্রী সায়ন্তী সাঁত্রা।
বিরোধী দল নং ২ জন্য	:	শ্রী তাপস কুমার দে, শ্রী আশীষ কুমার দত্ত।
শুনানির শেষ হয়েছে	:	২৩.০৮.২০২৩
রায় দেওয়া হয়েছে	:	২০.০৯.২০২৩

বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল) :

১) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮/৩২৩/৪২৭ ৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে ২০২০ সালের জাঙ্গিপাড়া পি. এস. মামলা নং ১৪১ থেকে উদ্‌ভূত ২০২০ সালের জি. আর. মামলা নং ৮৭৫-এর কার্যধারা বাতিল করার অনুরোধ জানিয়ে বর্তমান সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২) আবেদনকারীর মামলাটি হল প্রয়াত আনোয়ারের পুত্র সাহেব আলী খান কোটালপুর গ্রামের আলী খা, পি. ও. জগৎ বল্লবপুর, পুলিশ স্টেশন-জাঙ্গিপাড়া, হুগলি জেলা,

১১.০৭.২০২০ তারিখে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন জাঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ভাই সাবির আলী খা ২৪.০৭.২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর. -এর অফিসে নং ১৫১১1 নং বিক্রয় দলিল দ্বারা জাঙ্গিপাড়া প্লট ক্রয় করেন নং ৭৮৪ সুলেখা বকুলীর স্ত্রীর কাছ থেকে 2.75 ডেসিমেল ভিটি জমি কোটালপুর গ্রামের মৃত বাসুদেব বকুলীর এবং ১০.০৭.২০২০ তারিখে যখন অভিযোগকারী এবং তার ভাই পূর্বোক্ত জমিতে ইট পাতছিল। দুপুর ১২:৪০ থেকে ১২:৪৫ নাগাদ অবতরণ করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি নাম লক্ষ্মী এসময় পশুপাতু বকুলীর ছেলে কান্ত বকুলী ঘটনাস্থলে এসে তাকে চড় মারেন এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন শ্রীমন্ত বকুলী, পশুপতি বকুলীর দুই ছেলে মহাদেব বকুলী, জিতেন্দ্র বকুলীর ছেলে রবি বকুলী, রাহুল বকুলী। (এখানে দরখাস্তকারী) রবি বকুলীর ছেলে একজন কাটারি নিয়ে এসে জানান যে তারা তাকে এবং সুরূপা বকুলী নামের মহিলা সদস্যকে হত্যা করবে, এর স্ত্রী মহাদেব বকুলী এবং এস.কে. জামালউদ্দিন, এস.কে. বদরুদ্দিন, দুই ছেলে এস. পিয়ার আলী, মোরসলিম মোল্লার স্ত্রী সকিনা বেগম ও সেলিম মোল্লার ছেলে মো মোরসলিম মোল্লা ঘটনাস্থলে এসে আপত্তি তোলেন এবং চিৎকার করেন গালিগালাজ ও জোরপূর্বক অভিযোগকারীর বাড়িতে ঢুকে পড়ে বাড়ি ভাংচুর ও মূল্যবান জিনিসপত্র ভাংচুর করে। এবং তারা এখনও অভিযোগকারী ও তার পরিবারের সদস্যদের ভয়ানক পরিণতির হুমকি দিচ্ছে। অভিযোগকারী তাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে।

৩) উক্ত লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে, এর ৪৪৮/৩২৩/৪২৭ ৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে জাঙ্গিপাড়া পি. এস. কেস নং১৪১/২০২০ তারিখ ১১.০৭.২০২০ভারতীয় দণ্ডবিধি শুরু হয়েছিল।

৪) এটি বলা হয়েছে যে ২০.০৯.২০০৮-এ আবেদনকারীকে উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সচিব দ্বারা বীরভূম জেলার গেরুয়াপাহাড়ি লাবোনিয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূগোলের সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৮-এ উক্ত পদে যোগদান করেছিলেন এবং তখন থেকে উক্ত বিদ্যালয়ে তাঁর দায়িত্ব অব্যাহত রেখেছেন, যেখানে তিনি বসবাস করছেন, কারণ এটি তাঁর নিজের গ্রাম থেকে ২৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৫) আরও বলা হয়েছে যে আবেদনকারী একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এবং এলাকার একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং তার বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই তবে গ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে হয়রানির জন্য তাকে উক্ত মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে।

৬) লিখিত অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে, লক্ষ্মীকান্ত বাকুলি নামে এক ব্যক্তি প্রথমে ঘটনাস্থলে এসে অভিযোগকারীকে চড় মারেন, তারপর শ্রীমন্ত বাকুলি, পাশুপতি বাকুলির দুই ছেলে মহাদেব বাকুলি, জিতেন্দ্র বাকুলির ছেলে রবি বাকুলি, রবি বাকুলির ছেলে রাহুল বাকুলি (এখানে আবেদনকারী) একটি কাটারি নিয়ে এসে অভিযোগ করেন যে তারা তাকে হত্যা করবে। অভিযুক্ত ঘটনায় তার অংশগ্রহণের বিষয়ে তাৎক্ষণিক আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই।

৭) যে ০৮.০৭.২০২০-এ আবেদনকারী বীরভূম জেলার খাইরাসোলের তাঁর স্কুলে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তাঁর নিজ গ্রাম থেকে যাচ্ছিলেন এবং পথে তাঁকে জরুরী চিকিৎসা আধিকারিক, নাক্রাকোন্ডা বিপিএইচ কেন্দ্রের দ্বারা ০৮.০৭.২০২০-এ হেফাজতে নেওয়া হয় এবং ১৪ দিনের জন্য এবং ১৪ দিন পরে বীরভূমের খাইরাসোলের হোম কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়। বিচ্ছিন্নতা, তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

৮) উপরোক্ত তথ্য সত্ত্বেও, আবেদনকারীকে উপরোক্ত মামলায় মিথ্যাভাবে জড়ানো হয়েছিল, যদিও তিনি ঘটনাস্থলে মোটেও উপস্থিত ছিলেন না এবং প্রকৃতপক্ষে সেই সময় খাইরাসোলে হোম কোয়ারান্টিনে ছিলেন।

৯) ইসমাইল, আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারী একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এবং এলাকার একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং বস্তুগত সময়ে তিনি ০৮.০৭.২০২০ থেকে ২২.০৭.২০২০ পর্যন্ত কোয়ারান্টিনে ছিলেন এবং তা সত্ত্বেও আবেদনকারীকে উক্ত মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে, যা অভিযোগ করা হয়েছে যে ১০.০৭.২০২০-এ ঘটেছিল, যখন আবেদনকারী হোম কোয়ারান্টিনে ছিলেন, জরুরী মেডিকেল অফিসার, খায়রাসোলের পরামর্শ অনুসারে বস্তুগত সময়ে এবং এইভাবে অভিযুক্ত কার্যধারা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বাতিল হতে পারে কারণ শুধুমাত্র আবেদনকারীকে হয়রানি করার জন্য বিতর্কিত কার্যধারা অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

১০) রাজ্যের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী একটি প্রতিবেদনের সাথে কেস ডায়েরি রেখেছেন যা প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীর মামলাটিকে সমর্থন করে।

১১) ২ নং বিপরীত পক্ষের আইনজীবী জনাব তাপস কুমার দে বলেছেন যে আবেদনকারীর আবেদনটি এমন একটি বিষয় যা বিচারের সময় বিবেচনা করা হবে এবং তাই সংশোধনটি খারিজ হওয়ার যোগ্য।

১২) কেস ডায়েরি সহ নথি থেকে দেখা যায় যেঃ-

i) অভিযোগকারী এবং তার ছেলে যখন তাদের জমিতে ইট জড়ো করছিল তখন কথিত বিরোধটি ঘটেছিল।

ii) আবেদনকারী ২০০৮ সাল থেকে বীরভূমে তার গ্রাম এবং ঘটনার কথিত স্থান থেকে ২৩০ কিলোমিটার দূরে একজন শিক্ষক।

iii) ০৮.০৭.২০২০-এ আবেদনকারী বীরভূম জেলার খাইরাসোলের তাঁর স্কুলে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তাঁর নিজ গ্রাম থেকে যাচ্ছিলেন এবং পথে তাঁকে ০৮.০৭.২০২০-এ জেলা বীরভূমের নাক্রাকোন্ডা বিপিএইচ সেন্টারের জরুরি চিকিৎসা আধিকারিক আটক করেন এবং ১৪ দিনের জন্য বীরভূমের খাইরাসোলের হোম কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয় এবং ১৪ দিনের বিচ্ছিন্নতার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

iv) ১৬ পৃষ্ঠায় সংযুক্তি 'পি-৪' হল ০৮.০৭.২০২০ (কোভিড-১৯ মহামারী লকডাউনের পিইএকে) তারিখের একটি নথি, যেখানে আবেদনকারীকে বীরভূমে তাঁর কর্মস্থলে কঠোর হোম কোয়ারান্টিনে রাখা হয়েছে, কারণ তিনি হুগলি জেলার গণেশ বাটি থেকে বীরভূম জেলার খাইরোসোল পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন।

v) রাজ্য কর্তৃক জমা দেওয়া প্রতিবেদনটি সরকারী ডাক্তারদের জারি করা মেডিকেল কাগজপত্র দ্বারা সমর্থিত যা নিম্নরূপ উল্লেখ করেঃ-

মেমো নং ৩৩৭/এনবিবিএএস তারিখ ২৪.১১.২০২০

"আমাদের হাসপাতালের রেকর্ড অনুযায়ী, মনে হচ্ছে মিঃ রাহুল বাকুল্ট (আবেদনকারী) কোভিড-১৯-এর কারণে লকডাউন চলাকালীন গণেশবাটি (হুগলি) থেকে খায়রাসোল (বীরভূম) পর্যন্ত ভ্রমণের ইতিহাস সহ ০৮.০৭.২০২০-এ আমাদের হাসপাতালের জরুরি বিভাগে উপস্থিত হয়েছেন।

কর্তব্যরত ই. এম. ও ডঃ সেখ ওয়াসিম তাঁকে পরীক্ষা করেন এবং স্থিতিশীল প্রাণশক্তির সঙ্গে উপসর্গহীন অবস্থায় পাওয়া যায় এবং কোভিড-১৯ বিধি অনুসারে তাঁকে ১৪ দিনের জন্য ০৮.০৭.২০২০ থেকে ২২.০৭.২০২০ পর্যন্ত কঠোর হোম কোয়ারান্টিনে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

১৪ দিন পর শ্রী রাহুল বাকুলি আমাদের হাসপাতালে ভর্তি হন এবং কর্তব্যরত ই. এম. ও. ডঃ অশোক গুপ্ত তাঁকে পরীক্ষা করেন এবং তাঁকে উপসর্গহীন এবং ১৪ দিনের হোম কোয়ারান্টিনে থাকার প্রত্যয়িত সমাপ্তি পাওয়া যায় এবং তিনি তাঁর বাড়িতে যোগ দিতে পারেন।সরকারি নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম। "

vi) এই মামলার ঘটনাটি তারিখে ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে ১১.০৭.২০২০ জঙ্গিপুরে, জেলা-হুগলি।

vii) ঘটনার স্থান এবং আবেদনকারী যেখানে কোয়ারান্টিনে ছিলেন সেই স্থানের মধ্যে দূরত্ব বিভিন্ন জেলায় এবং প্রায় ২৩০ কিলোমিটার দূরে।

viii) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে তা হল হত্যার হুমকি সহ কাতারি দিয়ে ভয় দেখানো (কোনও বাজেয়াপ্তকরণ নেই)।

১৩) ব্ল্যাকের ল ডিকশনারি অনুসারে,' আলিবি 'কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ-

"ফৌজদারি মামলার কাছে সেই প্রতিরক্ষা পদ্ধতিটি প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত একটি শব্দ, যেখানে অভিযুক্ত পক্ষ, প্রমাণ করার জন্য যে তার বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে তা সে করতে পারে না, প্রমাণ দেয় যে সে সেই সময়ে অন্য জায়গায় ছিল, যাকে একটি আলিবি স্থাপন বলা হয়। 'আলিবি' শব্দটি ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০, বা সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এ সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। এটি প্রমাণ আইনের ১১ ধারায় স্বীকৃত প্রমাণের নিয়ম।"

১৪) ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ১১ নং ধারাঃ-

" যখন অন্যথায় প্রাসঙ্গিক নয় এমন তথ্য প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেঃ-

অন্যথায় প্রাসঙ্গিক নয় এমন তথ্যগুলি প্রাসঙ্গিক (i) যদি সেগুলি সমস্যা বা প্রাসঙ্গিক সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, (এটি) যদি তারা নিজেরাই বা অন্যান্য তথ্যের সাথে সম্পর্কিত হয় তবে তারা কোনও সমস্যা বা প্রাসঙ্গিক সত্যের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বকে অত্যন্ত সম্ভাব্য বা অসম্ভব করে তোলে।

১৫) ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ১০৩ ধারাঃ-এই অনুসারেঃ-

"যে কোনও নির্দিষ্ট তথ্যের প্রমাণের ভার সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে যিনি চান যে আদালত তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করুক, যদি না কোনও আইন দ্বারা এটি সরবরাহ করা হয় যে সেই সত্যের প্রমাণ কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর থাকবে।"

১৬.) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 'আলিবি'-র আবেদন করা উচিত। আলিবির আবেদনকে প্রমাণ দিয়ে সমর্থন করতে হবে।

১৭) *পাপ্পু তেওয়ারি বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্য* মামলায় ফৌজদারি আপিল নং ২০২১ সালের ১৪৯২,৩১ জানুয়ারী, ২০২২ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়ঃ-

" ১৬)..... শেষ পর্যন্ত যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আবেদনকারীর ভূমিকাকে অজয় পালের ভূমিকার থেকে আলাদা করার কোনও চেষ্টা করা হয়নি এবং অজয় পালের আবেদন খারিজ করা হয়েছে, একমাত্র দিক যা পরীক্ষা করতে হয়েছিল তা হল এই আদালত দ্বারা আলিবির আবেদন প্রত্যাখ্যান করার জন্য নীচের দুটি আদালতের সমবর্তী অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন ছিল কিনা যখন আবেদনকারীর উপর বোঝা ভারী ছিল যে যখন এই জাতীয় আবেদন উত্থাপিত হয় তখন অভিযুক্তকে অবশ্যই সেই বোঝা বহন করতে হবে। আমরা ব্যয় পাল বনাম রাজ্য (দেখি এনসিটি সরকার) ১-এ এই বিষয়ে বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করতে পারি যেখানে এই আদালত বলেছিলঃ

"২৭) আমাদের বিবেচনাধীন মতে, যখন বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট আলিবির আবেদনকে অবিশ্বাস করে, যা সত্যের সমবর্তী অনুসন্ধান, তখন এটিকে সরিয়ে দেওয়ার কোনও পরোয়ানা নেই। আলবির আবেদন প্রমাণ করার জন্য অভিযুক্ত যে প্রমাণ পেশ করেছে তা অসম্পূর্ণ এবং প্রকৃতপক্ষে শত্রুরা যুক্তিসঙ্গত নয়। এটি এমন একটি মামলা নয় যেখানে অভিযুক্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিততার সাথে প্রমাণ করেছে যাতে ঘটনার জায়গায় তার উপস্থিতির সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যায়। অভিযুক্তের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণগুলি এমন মানের নয় যে আদালত যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ গ্রহণ করবে। অভিযুক্তের উপর বোঝা বরং ভারী এবং তাকে প্রত্যয়নের আবেদনটি দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। "জিতেন্দ্র কুমার বনাম হরিয়ানা রাজ্য ২ মামলায় এই আদালত বলেছে যেঃ

"৭১) ..... আলিবির আবেদন প্রতিষ্ঠার ভার আপীলকারীদের উপর বর্তায় এবং আপীলকারীরা ব্যর্থ হয়েছে এমন কোন প্রমাণ রেকর্ডে আনুন যা যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনার দ্বারাও তাদের আলিবির আবেদন প্রতিষ্ঠা করবে। আলিবি-এর আবেদন আসলে সঙ্গে প্রমাণ করা প্রয়োজন নিশ্চিততা যাতে সম্পূর্ণভাবে সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যায় ঘটনার স্থানে এবং যে বাড়িতে তাদের আত্মীয়দের বাড়ি ছিল সেখানে অভিযুক্তদের উপস্থিতি।

১৮) বর্তমান মামলায়, প্রসিকিউশন তার প্রতিবেদনের মাধ্যমে আবেদনকারীর আলিবির প্রতিরক্ষা সমর্থন করেছে এবং আবেদনকারীও করেছেন। তার 'আলিবি' সম্পর্কে তার দায়বদ্ধতা নিশ্চিতভাবে নির্বাহ করে, যা ঘটনার স্থানে আবেদনকারীর উপস্থিতির সম্ভাবনাকে বাদ দেয়।

১৯) নথিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, বর্তমান মামলায় কার্যধারা অব্যাহত রাখা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বর্তমান মামলাটি ন্যায়বিচারের স্বার্থে বাতিল হওয়ার যোগ্য।

২০) ২০২০ সালের সিআরআর ১১৩২ হিসাবে সংশোধনমূলক আবেদনটি সেই অনুযায়ী অনুমোদিত।

২১) আবেদনকারী রাহুল বাকুলের বিষয়ে ২০২০ সালের জি. আর. মামলা থেকে উদ্‌ভূত, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারার অধীনে, যা সাব-ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সেরামপুর আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, তা বাতিল করা হয়েছে।

২২) সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২৩) অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

২৪) এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য শিক্ষানবিশ বিচার আদালতে পাঠানো হবে।

২৫) এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, তা হবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে দ্রুত সরবরাহ করা হয়েছে।

(বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly